আজকাল অসম বয়সী নারী-পুরুষ সম্পর্কের কথা হরদম শোনা যায়। যার বেশ কয়েকটি উদাহরণ একেবারে আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। যাদের কিছু পরিণতি সফল আবার কিছু অসম সম্পর্ক পরিবারে ডেকে এনেছে ভয়াবহ বিপর্যয়

মডেল : নাফিজা ও নোমান

অসম বয়সী সম্পর্ক

● **সালমা লুনা**

প্রেম নাকি অন্ধ! সে বয়স মানে না। দেশ কাল জাত পাত্র ধর্ম কিছুই মানে না। এটা সবাই জানে। কিন্তু এই জানাতেও আজকাল আরো ভয়াবহ সব তথ্য যুক্ত হচ্ছে, যা আমাদের কখনো কখনো আমূল নাড়িয়ে দিচ্ছে। দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে যখন প্রেম বা কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় বা প্রেম হয়ে যায় তখন যেন একটা অলিখিত নিয়ম মেনেই ঘটে ব্যাপারটা। দেশে দেশে যুগে যুগে কালের পরম্পরায় এটাই হয়ে উঠেছে নিয়ম যে প্রেমের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে অবশ্যই পুরুষটি হবেন নারীর চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। এটাই যেন চিরাচরিত নিয়ম। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই আমরা নড়েচড়ে বসি। ভ্রু কুঁচকে ফেলি, কখনো কৌতূহলে কখনোবা বিরক্তিতে।

আজকাল অসম বয়সী নারী-পুরুষ সম্পর্কের কথা হরদম শোনা যায়। যার বেশ কয়েকটি উদাহরণ একেবারে আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। যাদের কিছু পরিণতি সফল আবার কিছু অসম সম্পর্ক পরিবারে ডেকে এনেছে ভয়াবহ বিপর্যয়। হয়তো এমন একদিন আসবে যখন এই অসম সম্পর্কগুলোই অভ্যস্ততার ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে যাবে। হয়তো সম্পর্কগুলোর টানাপড়েনে বিপর্যস্ত হতে থাকা পরিবারগুলো কিংবা সমাজ ব্যবস্থাও ততদিনে নিজেকে মানিয়ে নেবে এই অসম সম্পর্কগুলোতে।

অসম সম্পর্ক নিয়ে বলতে গেলে বেশ কতগুলো অসামঞ্জস্যের কথাই আগে উঠে আসে। এর মধ্যে ধর্ম আর বয়সটাই আমাদের দেশে বেশি প্রাসঙ্গিক বিধায় সমাজ এ নিয়ে মাথা ঘামায় বেশি। আবার আগের তুলনায় সাম্প্রতিককালে অসম বয়সী সম্পর্কগুলো চোখে পড়ছে বেশি। এসব নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে তুমুল। এর নৈতিক-সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। উঠে আসছে নানা জরিপে নানারকম তথ্য। অসম বয়সী সম্পর্ককে যেহেতু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হয় না, তাই এ জাতীয় সম্পর্কের বেশিরভাগই থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে। হঠাৎ কদাচিৎ দু-একটা সামনে এলেও টিকা-টিপ্পনী বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে ওঠা থেকে শুরু করে ছিছিক্কার রব ওঠে চারদিকে। কিন্তু আসলেও কি সম্পর্কগুলো এমন নিন্দামন্দ পাওয়ার যোগ্য? দেখা যাক।

ঘটনা ১. নাজনিন আক্তার (৪৫) ক্যালগিরিতে থাকেন। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর এক ছেলেকে নিয়ে একা থাকেন। ডিভোর্স হওয়ার পরবর্তী সময়টাতে যখন মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত ছিলেন, তখন ফেসবুকেই পরিচয় হয় তানভীরের সঙ্গে। তানভীর থাকেন বাংলাদেশে। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে একাকিত্ব যখন কুরে কুরে খাচ্ছিল তখন তানভীরের সঙ্গে ফেসবুকে স্কাইপিতে চ্যাট করেই যেন তিনি নিজেকে ফিরে পেলেন। তিনি তখনো জানতেন না

তার জীবনে এক অপার বিস্ময় অপেক্ষা করছে। তানভীর (৩৮) শুধু ফেসবুকে সময় কাটানোর সাথী, ফেসবুক-বন্ধু নয়, ব্যক্তিজীবনেও যে তার সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে উঠবেন তা কখনই ভাবেননি। কথা চালাচালি করতে করতে কখন যে তাদের বয়সের মনের দূরত্ব ঘুচে গেছে। সুদূর কানাডা আর বাংলাদেশের দূরত্বও ঘুচে গিয়ে তারা একজন আরেকজনের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী থেকে একেবারে সম্পর্কটাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার পর্যায়ে চলে এসেছেন তা নিজেরাও বুঝতে পারেননি। যখন বুঝতে পেরেছেন তখন দেখেছেন ওই প্রবাসেও তার চারপাশে ছোট্ট একটু ঢেউ উঠেছে। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারপাশে শুরু হয় কানাঘুষা। ভার্চুয়াল জগতে এবং বাস্তবেও। সবারই এক কথা, এ কী করে সম্ভব! ছেলেটার সঙ্গে যে বয়সের অনেক ফারাক! বিয়ে করতে চাইলে বয়সের সঙ্গে ম্যাচ করে ছেলে খুঁজে নাও না বাপু! বিব্রত নাজনিন তানভীরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তানভীরের এক কথা– বাবাহীন সংসার দেখতে গিয়ে ভাই-বোনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময়-সুযোগ মেলেনি। কাউকে পছন্দও হয়নি কখনো। নাজনিনের সঙ্গেই তিনি কমফোর্টেবল। নাজনিন দেশে যেবার গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কথা হয়েছে, দেখাও হয়েছে। তানভীর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিলেও নাজনিন সময় চেয়েছেন শুধু বয়সের কথা চিন্তা করেই।

ঘটনা ২. মৌরী (২৬) কাজ করেন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে। করপোরেট জব, সুশ্রী হওয়ায় মৌরীর চারপাশে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছে। মৌরীর কাউকেই ভালো লাগেনি। তবে যেদিন জানল অফিসে তার দুধাপ ওপরের বস জামিল সাহেব তাকে পছন্দ করেন, সেদিন সে খুবই আপ্লুত হয়ে পড়ে। কেননা জামিলকে তার প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিল। বেশ রাশভারী গম্ভীর চেহারা, রিমলেস চশমার ডাটির ফাঁকে ফাঁকে রুপালি চুলের আভাস সত্ত্বেও। জামিল তার চেয়ে বয়সে প্রায় দ্বিগুণ, বিবাহিত দু সন্তানের জনক। মৌরী জানে এ সম্পর্ক কোনোদিন পূর্ণতা পাবে না, তারপরও সে সম্মতি জানাতে দ্বিধা করেনি। তাদের সম্পর্কটা অফিসের অনেকেই জানে। বিস্তর কানাঘুষাও চলে অফিসে এ নিয়ে। কিন্তু তারা গায়ে মাখে না কিছুই।

ওপরের ঘটনাগুলো দেখলে বেশ বোঝা যায় মানুষের মনের ওপর অনেক সময়ই তার কোনো নিয়ন্ত্রণ যে থাকে না এই কথাটি ঠিক। কাউকে ভালো লাগলে ভালবাসা হতে পারে! সে ক্ষেত্রে বয়স বিবেচনায় থাকে না বা বয়স কোনো ফ্যাক্টর হয় না। কিন্তু সমস্যাটা হয় তখনই যখন একপক্ষ বা দুপক্ষই বিবাহিত হয়ে থাকে। অসম সম্পর্কগুলো তখন অন্যায় না শুধু, গর্হিত অন্যায় রূপে প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে সংসার ভেঙে যাওয়া, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সন্তানদের অনিশ্চিত জীবন, অনেক ক্ষেত্রে এরচেয়েও বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে।

এসব দিক বিবেচনা ছাড়া বয়স আর কোনো ক্ষেত্রেই বাধা হতে পারে না। দুজন মানুষের স্বেচ্ছা সম্মতিতে দুজন মানুষ যখন কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ হয় বা তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাতে দোষের কিছু নেই। তাদের নিজেদের কোনো সমস্যা না হলে সমাজ-সংসারের এতে কিছু সমস্যা হওয়ার কথা না। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীরা হাসাহাসি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কেউ কেউ চরম দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হন। এর কারণ কী?

কারণ সম্ভবত অলিখিত নিয়মটিই। সমাজে যে নিয়মটি মানুষই তৈরি করেছে, প্রেম-ভালবাসা বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েটিকে পুরুষটির চেয়ে বয়সে ছোট হতেই হবে। কিংবা বেশি বয়সের পুরুষ কোনো কম বয়সী নারীর প্রেমে পড়তে পারবে না। এর ব্যতিক্রম হলেই তা অস্বাভাবিক বলে গণ্য হবে।

আসল অস্বাভাবিকতা তো এই যে, বৈবাহিক একটা সম্পর্কের ভেতরে থেকে যদি কেউ অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয়। সে ক্ষেত্রে অসম বয়স কোনো ফ্যাক্টরই না। যেমন আমরা দ্বিতীয় ঘটনাটিতে দেখি মৌরী কমবয়সী একটি মেয়ে সম্পর্কে জড়িয়েছেন এমন একজনের সঙ্গে যিনি আগেই বিবাহিত, সন্তানের বাবা। এক্ষেত্রে সম্পর্কের কোনো পরিণতি হয়তোবা হবে না। হলেও তা হবে একটি সংসারকে ভেঙে নতুন সম্পর্কটিকে স্থায়ী ও বৈধ রূপ দেয়া।

কিন্তু যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ কারো অধিকার ক্ষুণ্ন না করে কোনো সম্পর্কে জড়ান তাহলে কারোরই তাতে অসুবিধা হওয়ার কথা না।

এ ধরনের অসম সম্পর্ক ঘটনার পাত্র-পাত্রীদেরও বিব্রত করে। এমনকি মানসিক চাপে পড়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সম্পর্কটিকে নিয়ে দ্বিধায় তো ভোগেনই, অনেক সময় বিপদগ্রস্তও হয়ে পড়েন। বিশেষ করে যদি মেয়েটির বয়সের চেয়ে পুরুষের বয়স বেশি হয় তখন মেয়েটির পরিবার, বন্ধু-বান্ধব মেয়েটিকে চাপে ফেলে দেয় তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বলে।

একই কথা বেশি বয়সী নারীর ক্ষেত্রেও। বস্তুত নারীর বয়স পুরুষের চেয়ে বেশি হলে তাকে আরো নিগৃহীত হতে হয়। সমাজ-পরিবার এমনকি পুরুষটির পরিবারও তাকে হেনস্থা করতে ছাড়ে না। নারীর ক্ষেত্রে সমস্যা সম্ভবত আরো জটিল। কেননা বেশিরভাগ নারীই মধ্যচল্লিশের পরেই শারীরিক চাহিদার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু পুরুষটি যদি তার চেয়ে অনেক কম বয়সী হন সে ক্ষেত্রে তাদের যুগল জীবন রীতিমতো হুমকির মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

এসবই যুক্তির কথা। কিন্তু প্রেম সে তো কোনো যুক্তি মানে না। প্রেম সে তো হয়েই যায়। কখন কার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয় তা কেউ বলতে পারে না। যতক্ষণ না একটি সম্পর্ক তা হোক অসম বয়সী, কাউকে আঘাত না করছে বা কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করছে ততক্ষণ তাকে অস্বাভাবিক বা অবৈধ বলার অধিকার সম্ভবত কারোরই নেই। অসম বয়সী দুজন মানুষ পারস্পরিক সম্মতিতে কোনো সম্পর্কে যুক্ত হতে হলে তাদের সমাজের কথা চিন্তা করতে হবে, সেটাও তাদের প্রতি অবিচার করারই শামিল। সমাজের নিয়ম মানুষই তৈরি করে মানুষেরই জন্য। অসম সম্পর্ক বা প্রেমের ক্ষেত্রে শুধু বয়সই যদি ফ্যাক্টর হয়, তবে সেই নিয়ম না মানায় দোষের কিছু নেই। অন্তত সমাজ উচ্ছন্নে যাবে না তাতে। ■

অসম বয়সী দুজন মানুষ পারস্পরিক সম্মতিতে কোনো সম্পর্কে যুক্ত হতে হলে তাদের সমাজের কথা চিন্তা করতে হবে, সেটাও তাদের প্রতি অবিচার করারই শামিল। সমাজের নিয়ম মানুষই তৈরি করে মানুষেরই জন্য। অসম সম্পর্ক বা প্রেমের ক্ষেত্রে শুধু বয়সই যদি ফ্যাক্টর হয়, তবে সেই নিয়ম না মানায় দোষের কিছু নেই। অন্তত সমাজ উচ্ছন্নে যাবে না তাতে